সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ঢাকায় GFMD সাইড ইভেন্ট সেমিনারে অধিকার ভিত্তিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সুশীল সমাজ নেতৃবৃন্দ

জলবায়ু উদ্বাস্তুদের অধিকার রক্ষায় GFMD সুশীল সমাজের সংহতি প্রকাশ

ঢাকা, ১০ ডিসেম্বর ২০১৬। গতকাল (৯ ডিসেম্বর ২০১৬) ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে অধিকার ভিত্তিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সুশীল সমাজ নেতৃবৃন্দ জলবায়ু উদ্বাস্তুদের অধিকার রক্ষার দাবির প্রতি তাদের সংহতি প্রকাশ করেন। তারা জলবায়ু উদ্বাস্তুদের মানবাধিকার রক্ষায় জাতিসংঘের আওতায় আলাদা প্রটোকলসহ আইনী বাধ্যবাধকতামূলক একটি আন্তর্জাতিক আইনের দাবি করেন। গতকাল ঢাকায় "Climate Displacement : Protecting and Promoting Rights of the Climate Migrants" শীর্ষক এই সেমিনারে তারা এসব কথা বলেন। সেমিনারটি যৌথভাবে আয়োজন করে এ্যাকশন এইড, ক্লাইমেট এ্যাকশন নেটওয়ার্ক সাউথ এশিয়া, কোস্ট ট্রাস্ট, নরওয়েজিয়ান রিফিউজি কাউন্সিল এবং ইক্যুইটিবিডি। ইক্যুইটিবিডি'র রেজাউল করিম চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ড. হাছান মাহমুদ এমপি, এতে সভাপতিত্ব করেন পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের সভাপতি ড. খলিকুজ্জামান আহমেদ। সেমিনারে প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকাস্থ নরওয়ে দূতাবাসের ডিপুটি হেড অব মিশন হেনরিক উইতড, এশিয়া প্যাসিফিক রিফিউজি রাইটস নেটওয়ার্কের সাবেক সভাপতি ড. গোপাল কৃষ্ণ সিয়াকোটি, অক্সফাম ইন্টারন্যাশনালের পলিসি এডভাইজর সেরনাটা রেইনলডস, ক্লাইমেট একশন নেটওয়ার্ক সাউথ এশিয়ার সঞ্জয় ভাহসিস্ট, এ্যাকশন এইড ইন্টারন্যাশনালের হরজিৎ সিং, প্লাটফরম ফর ডিজাস্টার ডিসপ্লেসমন্টের কোঅর্ডিনেশন ইউনিটের প্রধান এটলে সোলবর্গ এবং এ্যাকশন এইড বাংলাদেশের ফারাহ কবির। ভারত, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, যুক্তরাষ্ট্র, শ্রীলংকাসহ বিভিন্ন দেশ থেকে সুশীল সমাজ প্রতিনিধিবৃন্দ মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ৮০ জন সুশীল সমাজ প্রতিনিধি এই সেমিনারে অংশ নেন।

হরজিৎ সিং বলেন, প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের প্রসঙ্গ বাদ দেয়া হয়েছে, তবে ওয়ারশ ইমপ্লিমেন্টেশন ম্যাকানিজমের আওতায় এটিকে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া চলছে। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সঞ্জয় ভাহসিস্ট বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় জলবায়ু উদ্বাস্তুর ঘটনা বাড়ছে, নারীর উপর এর প্রভাব তীব্র। বাংলাদেশে এই সমস্যা সবচাইতে প্রকট।

এটলে সোলবর্গ বলেন, পিডিডি একটি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ যার সদস্য প্রায় ৩০টিদেশ। এর আওতায় সদস্য রাস্ট্রসমূহ একটি জলবায়ু উদ্বাস্তুদের সমস্যা সমাধানে একটি স্বেচ্ছাসেবী ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেছে। আমি মনে করি, জলবায়ু উদ্বাস্তুদের মানবাধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রসমূহকে এগিয়ে আসতে হবে।

ড. গোপাল কৃষ্ণ সিয়াকোটি বলেন, উদ্বাস্তুর প্রসঙ্গটি চলমান গ্লোবাল ফোরাম অব মাইগ্রেশন ডেভেলপমেন্ট (জিএফএমডি)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। আমরা যারা বিশ্বের নানা প্রান্তে উদ্বাস্তুদের অধিকার নিয়ে কাজ করি, তারা জলবায়ু উদ্বাস্তুদের অধিকারের প্রতি সংহতি প্রকাশ করি।

সেরনাটা রেইনলডস বলেন, জাতিসংঘের অধীন Global Compact for safe, Orderly and Regular Migration হতে যাচ্ছে, এক্ষেত্রে সুশীল সমাজকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। ধনীদেশগুলো এই বিষয়ে খুব একটা আগ্রহী নয়, তাদের উপর চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখতে জাতীয় পর্যায়ের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পর্যায়েও সুশীল সমাজকে জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে।

হেনরিক উইতট বলেন, বাংলাদেশের জলবায়ু উদ্বাস্তুর সমস্যা উদ্বেগজনক। এই সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সরকারগুলোরও এগিয়ে আসতে হবে।

ড. হাছান মাহমুদ বলেন, দেশের বিভিন্ন স্থানথেকে স্থানত্যাগী মানুষের চাপে ঢাকার লোকসংখ্যা গত ১৫ বছরে প্রায় ১০ গুণ বেড়ে গেছে। এই ধরনের সমস্যা কাটিয়ে উঠতে উদ্বাস্তু সংক্রান্ত জেনেভা কনভেনশন অবশ্যই সংশোধন করতে হবে।

ড. কাজী খলিকুজ্জামান বলেন, জলবায়ু উদ্বাস্তু সংকট মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে উদ্বাস্তু সম্প্রতদায়ের নেতৃবৃন্দকে জোরালো ভূমিকাও রাখতে হবে।

প্রতিবেদন তৈরি: রেজাউল করিম চৌধুরী, মোবাইল: ০১৭১১৫২০৭০২, মোস্তফা কামাল আকন্দ,মোবাইল: ০১৭১১৪৫৫৫৯১